কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ২৩:০৭

দেশে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত হবে কিভাবে?

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলো রয়েছে। এর সঙ্গে আলিয়া ও কওমি মাদরাসাকেও বিবেচনা করা যায়। এগুলোতে প্রতিবছর স্নাতক সম্মানসহ বিভিন্ন প্রগ্রামে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত এসব শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা চলে থাকে। প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসা সরকারি মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান এখনো সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথম প্রজন্মের চার-পাঁচটি রয়েছে, যেগুলোর মান অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য। তবে দ্বিতীয় প্রজন্মের বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষক সমস্যা এখনো কাটিয়ে ওঠা যায়নি। অন্যদিকে বেসরকারি প্রথম সারির সাত-আটটি বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি মানসম্মত শিক্ষাক্রম দিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর বাইরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রায় ৮০০টি কলেজে স্নাতক সম্মান ও মাস্টার্স পর্যায়ে কয়েক লাখ শিক্ষার্থীর পড়াশোনায় তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা ও বাধ্যবাধকতা থাকে না বলেই অভিযোগ আছে। বস্তুত বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা এখন বেশ প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কেননা প্রায় ২৬ লাখ উচ্চশিক্ষার্থী বাংলাদেশে এখন স্থায়ী কোনো কাজের সন্ধান করতে পারছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য বেশ দুঃসংবাদ বলেই মেনে নিতে হচ্ছে। বিষয়টি শুধু মেনে নেওয়া নয়, কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় খোঁজা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষিত তরুণের আগমন ও সংযোজন বেকারত্বের পাল্লাকে যখন সম্পূর্ণরূপে নুইয়ে দেবে, তখন দেশের জন্য সেটি বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে কারণে এখনই প্রয়োজন এমন শ্রোত কিভাবে রোধ করা যায় তা বের করা এবং লাখ লাখ তরুণের উচ্চশিক্ষাকে মানসম্মতভাবে অর্জন করার ব্যবস্থা রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসম্পদ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রশাসনিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক

এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আজকের দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে সেটি করা সম্ভব–এমন প্রমাণ গোটা পৃথিবীতেই রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কেন উদ্যোগ নেব না?

আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ধরনের উচ্চশিক্ষা রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি দেশে-বিদেশে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। যেমন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার কারণে বাংলাদেশে কৃষি, পোল্ট্রিশিল্প, মৎস্যশিল্প, পশু লালন-পালন ইত্যাদিতে দক্ষ-অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করার কারণে বাংলাদেশ যে অভূতপূর্ব সাফল্য রেখেছে, তা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত। উচ্চশিক্ষার এটিই হচ্ছে লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের মাপকাঠি। সে ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলো দেশ ও জাতির উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রেখে চলছে। অন্যদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোটামুটি মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার কারণেই দেশে-বিদেশে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভালো অবদান রেখে চলেছে। এদের মধ্যে বেকারত্বের সংখ্যা খুবই কম। একইভাবে দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলো দেশের চিকিৎসাসেবায় অংশ নিতে পারছে। বেকারের সংখ্যা সেখানে খুব একটা আসে না।

অন্যদিকে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব বিষয়ে পড়াশোনা হচ্ছে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। এগুলোতে এখন পর্যন্ত দেশীয় বা আন্তর্জাতিক মানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার বাস্তবতা তৈরি করা যায়নি। কিছু বিষয় কোর্স-কারিকুলামে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণার প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা করলেও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে খুব একটা পারছে না, সেই মানের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, বইপুস্তক ও গবেষণার বাস্তবতা তৈরি হচ্ছে না। ফলে এসব বিষয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা যুগোপযোগী জ্ঞান ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখছে বলে মনে হয় না। আজকের দুনিয়ায় উচ্চশিক্ষা মানেই হচ্ছে জ্ঞানের গভীরতর জগতে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ করানো, যাতে তারা সেখান থেকে সেসব মৌলিক জ্ঞানের উদ্ভাবন ঘটিয়ে দেশের

আর্থ-সামাজিকসহ সর্বক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান ও চর্চাগত প্রয়োজনীয়তা পূরণে কাজ করতে পারে। সেটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ পর্যন্ত দেখাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসংক্রান্ত উচ্চশিক্ষা এখন পর্যন্ত বেশ সেকেলে কিছু সংজ্ঞা এবং তাত্ত্বিক ধারণার মুখস্থবিদ্যা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। অথচ আমাদের এই ভূখণ্ডেই তো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের অবদান রাখার কথা। সেখানেই গবেষণার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, উদ্ভাবন, পুনরুৎপাদন এবং সম্পদের সমৃদ্ধির চাকা ঘোরানোর মতো অবস্থান তৈরি উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত ভূমিকা হওয়ার কথা। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। অন্যদিকে আমাদের সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলো–যেসব বিভাগ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তি করছে, সেগুলোর মান ও বিষয়বস্তু এখন পৃথিবীতে অনেক পুরনো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনো যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সংজ্ঞার মুখস্থবিদ্যায় আটকে থাকে কিংবা পরীক্ষায় সেগুলো উগরে দিয়ে উচ্চতর নম্বর পেয়ে সনদ লাভ করে, তাহলে এমন উচ্চশিক্ষা আমাদের দেশে চলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্রায় সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম এখনো গতানুগতিক। নেই তাতে বিশ্বমানের যৌক্তিকতা, চিন্তার গভীরতা, আন্ত জ্ঞান ও তাত্ত্বিক চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর সুযোগ। ফলে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী মধ্যমানের কিছু ধারণা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সনদটি লাভ করে। যা দিয়ে তাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উতরে ওঠা মোটেও সহজ নয়। এমনকি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনেও দেশের বিদ্যমান উচ্চশিক্ষা খুব একটা কাজে লাগে না, সাম্প্রদায়িকতা, রক্ষণশীলতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি ভেদবুদ্ধির প্রথাগত বিশ্বাস অতিক্রম করতে এদের বেশির ভাগই ব্যর্থ হচ্ছে।

ইদানীং শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় যে ধরনের মৌলিক বইপুস্তক পড়া, জানা ও শেখার আবশ্যকতা প্রত্যাশিত, তার অনেকটাই বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে না। পরীক্ষানির্ভরতার কারণে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী নোটবই অনুসরণ করে উতরে যাচ্ছে। তাদের ভাষা, জ্ঞান, চিন্তার বিশ্লেষণাত্মক অবস্থান, বিষয়বস্তুর গভীরতা ইত্যাদি পরিমাপ করার সুযোগ খুব একটা থাকে না। তাদের তা করতেও হয় না। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী যে মানের উচ্চশিক্ষা সনদ নিয়ে বের হচ্ছে, তা তাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার পথ খুব একটা সুগম করে না। সেখানেই তারা আটকে থাকে কিংবা পেছনে চলে যেতে বাধ্য হয়। অথচ উচ্চতর শিক্ষা সনদপ্রাপ্ত যেকোনো শিক্ষার্থী সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ গোটা দেশীয় বাস্তবতা এবং

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের জ্ঞান ও তাত্ত্বিক অবস্থানকে ধারণ করতে সক্ষম হওয়ার কথা। সেটি উন্নত দুনিয়ার উচ্চশিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। আমরা সেখানে খুব কমই পাচ্ছি। এই ব্যর্থতার বেড়াজাল ছিন্ন করা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অথচ আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট উচ্চশিক্ষিত সনদপ্রাপ্তের ১০ শতাংশের বেশি বের হচ্ছে না। সেই ১০ শতাংশের মধ্যে মাত্র ১-২ শতাংশ নিজেদের জ্ঞানগত শাখায় অবস্থান নিতে পারছে। বাকিদের শিক্ষা সনদ লাভ খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না।

অন্যদিকে দেশের বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা শিক্ষার্থীরা যে সনদ নিয়ে বের হয় তা দিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের তেমন কোনো নিশ্চয়তার বিধান থাকে না। এখান থেকে যে ৮-১০টি বিশ্ববিদ্যালয় তুলনামূলকভাবে মান বজায় রেখে সনদ দিয়ে থাকে, সেগুলো মূলতই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রকৌশল, কম্পিউটার ও ইংরেজি ভাষা বিষয়ে। এসব বিষয়ে যারা উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছে, তারা ব্যাংক, বীমা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, গার্মেন্টশিল্পসহ কিছুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হতে পারছে। বাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ নিয়ে রয়েছে মস্তবড় অভিযোগ। সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রায় ৮০০ কলেজে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার সনদপ্রাপ্তি নিয়ে। এগুলোর প্রায় কোনোটিতেই মানসম্মত পাঠদানের শিক্ষক নেই, লাইব্রেরি নেই, গবেষণার তো প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষার্থীরা সে ধরনের পঠন-পাঠনের বাধ্যবাধকতার ধারেকাছেও নেই। এদের উচ্চশিক্ষার সনদপ্রাপ্তির সঙ্গে জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক চোখে পড়ে না, নিজ নিজ বিষয়ের বইপুস্তকের সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় ঘটে না। এমন সব বিষয় কলেজগুলোতে স্নাতক সম্মান বিষয়ে পাঠ দেওয়া হচ্ছে, যা তাদের জীবনে দেশীয় আর্থ-সামাজিক জ্ঞান ইত্যাদি সৃষ্টিতে কোনো ধরনের ভূমিকা রাখে না। লাখ লাখ শিক্ষার্থী কোনো ধরনের নিয়মিত পঠন-পাঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত না হয়েও প্রথম শ্রেণি কিংবা উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে। এদের না আছে বিষয়গত ধারণা, না আছে ভাষাজ্ঞান, না আছে আধুনিক জ্ঞান ও জগতের সঙ্গে পরিচয়। অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রতিবছর বের হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬০ শতাংশ। যাদের মধ্যে খুব সামান্যই বিষয়জ্ঞান নিয়ে বের হতে পেরেছে। ফলে কর্মজগতে প্রবেশ করা এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ই এদের উত্তীর্ণ হওয়ার সংখ্যা ও মান খুবই হতাশাজনক। এই বিষয়গুলোর আরো অনেক বাস্তবতা রয়েছে। এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে, এত সহজে উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ও বিস্তৃত করে না দেওয়া। বরং যারা উচ্চশিক্ষা নিতে আসবে, তাদের সবাইকে মানসম্মত পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেই তাদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধন করার জ্ঞান, তাত্ত্বিক ধারণা ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা। তাহলেই এদের প্রত্যেকের বিষয়জ্ঞান দেশ ও জাতির কাজে লাগবে। ওরাও বেকারত্বের গ্লানি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে; দেশে মানবসম্পদ, দেশীয় সম্পদ সৃষ্টিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষা এখন সেই ধারণাই প্রতিষ্ঠা করছে। আমরা তা বোধ হয় এখনো ধরতে পারিনি।

লেখক : অধ্যাপক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com